ইউনিট ২

উদ্দেশ্য : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

ভূমিকা

শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যের প্রথম ধাপটি হল শিক্ষণ ও শিখনের লক্ষ্য নির্ধারণ। সাধারণভাবে লক্ষ্য হলো গন্তব্য বা যেখানে পৌঁছাতে হবে। কোন শিক্ষণ শিখন কার্যের শেষে শিক্ষার্থীরা কোথায় পৌঁছাতে চায় বা কি লাভ করতে চায় তার ব্যাপক বর্ণনাই হলো শিক্ষণ-শিখনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট রূপকে বলা যেতে পারে উদ্দেশ্য। শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপরই কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যের পরবর্তী ধাপ যেমন- শিখনের বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষোপকরণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ভর করে। বিশেষ করে শিখন উদ্দেশ্যের সাথে মূল্যায়ন সরাসরিভাবে জড়িত। বর্তমানে আমরা উদ্দেশ্যকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করি, সাধারণ উদ্দেশ্য ও আচরণিক উদ্দেশ্য। এই ইউনিটে আমরা সাধারণ উদ্দেশ্য, আচরণিক উদ্দেশ্য এবং আচরণিক উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব। এই ইউনিটকে পাঁচটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠগুলো হলো –

পাঠ - ১ উদ্দেশ্য : সাধারণ ও আচরণিক
পাঠ - ২ আচরণিক উদ্দেশ্য : ক্ষেত্রসমূহ
পাঠ - ৩ জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য
পাঠ - ৪ আবেগিক উদ্দেশ্য
পাঠ - ৫ মনোপেশীজ উদ্দেশ্য

পাঠ ১

উদ্দেশ্য : সাধারণ ও আচরণিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সাধারণ উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আচরণিক উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- সাধারণ ও আচরণিক উদ্দেশ্যের তালিকা থেকে এদের সনাক্ত করতে পারবেন।

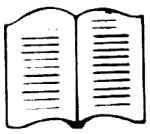

আমরা আগেই বলেছি যে, যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। উদ্দেশ্যের শ্রেণীকরণের পূর্বে আমরা দেখতে চাই উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝায়? আমরা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা না করে শিখন উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব।

শিখনের উদ্দেশ্যকে একটি লক্ষ্য বিন্দু বলা যেতে পারে যে দিকে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রসর হয় বা যে লক্ষ্যবিন্দুতে শিক্ষার্থীদের পৌঁছাতে হয়। আসলে শিখনের উদ্দেশ্য হল, কতগুলি শিখন ফল (learnings outcomes) অর্জন বা শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন (behavioural change) আনা। সুতরাং, শিখন উদ্দেশ্য হল কোন কোর্স বা প্রোগ্রাম সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী কি কি করতে সক্ষম হবে তার বর্ণনা। এই বর্ণনার ক্ষেত্র যখন ব্যাপক বা বিস্তৃত তখন তাকে বলা হয় সাধারণ উদ্দেশ্য। এখন ধরুন –

১. গণিতের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য হতে পারে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. সামাজিক বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য হতে পারে ''সুনাগরিক সৃষ্টি করা।''

এ ক্ষেত্রে ১ ও ২ নম্বর উদ্দেশ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং একটি উদ্দেশ্যের সবটুকু অর্জন করাও কঠিন। এ ধরনের উদ্দেশ্যকে বলা হয় সাধারণ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্য সরাসরি অর্জন করা যায় না। আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমেই সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আবার ধরুন, প্রথম শ্রেণীর গণিতের একটি উদ্দেশ্য হল –

(ক) এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা যোগ অংক কি করে করত হয় তা জানবে।

এই উদ্দেশ্যটিও ব্যাপক, তাছাড়া 'জানা' এমন একটি আচরণ যা অন্য কোনভাবে প্রকাশ না করলে পরিমাপ করা যায় না। এ ধরনের উদ্দেশ্যও সাধারণ উদ্দেশ্য। 'জানা' ক্রিয়াপদটি তাই সক্রিয় ক্রিয়াপদ নয়, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াপদ। এরকম আরও অনেক ক্রিয়াপদ আছে যেমন- বোঝাতে পারা, জ্ঞান অর্জন করা, ধারণা লাভ করা ইত্যাদি।

মনে করুন, বাংলা বিষয়ের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য হল –

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

- কবি নজরুল ইসলামের 'সকাল বেলার পাখি' কবিতায় সকাল বেলার পাখি সম্পর্কে লিখিত বর্ণনা দিতে পারবে।

এখানে বর্ণনা দিতে পারা একটি সক্রিয় ক্রিয়াপদ। কারণ, বর্ণনাকে আমরা পরিমাপ করতে পারি। এ ধরনের উদ্দেশ্য হল আচরণিক উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে আমরা একটু পরে আলোচনা করব।

এবার বলুনতো শিখন উদ্দেশ্য বলতে আমরা কি বুঝি এবং শিখনের সাধারণ উদ্দেশ্য বলতেই বা কি বুঝি?

দেখুনতো আপনার উত্তরটা এরকম কি না, শিখন উদ্দেশ্য বলতে বোঝায়,

কোন একটি কোর্স সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে বা কোর্সটি সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী কি শিখনফল অর্জন করবে তার বর্ণনাই হল শিখন উদ্দেশ্য। যে শিখন উদ্দেশ্যের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং যে উদ্দেশ্যের সবটুকু অর্জনযোগ্য নয়, তাকে বলা হয় শিখনের সাধারণ উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্য হতে পারে –

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

- ভাগ অঙ্ক সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে জানবে।
- পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে।
- 'ছুটি' কবিতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে।

এবার আসা যাক আচরণিক উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝায়?

শিখনের যে উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট এবং শিক্ষার্থীর আচরণে প্রকাশের দ্বারা পরিমাপ করা যায় উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়েছে কি না, তাকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখনফলের বর্ণনাটি হয় আচরণিক। যেমন ধরুন,

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

১. দুই অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা চার অঙ্কের সংখ্যাকে ভাগ করে দেখাতে পারবে।
২. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ দূষণের নাম উলে- খ করতে পারবে।
৪. 'ছুটি' কবিতার মর্মার্থ বর্ণনা করতে পারবে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সবই আচরণিক উদ্দেশ্য। ১ নং উদ্দেশ্যই সুনির্দিষ্ট এই জন্য যে একে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে চার অঙ্কের সংখ্যাকে দুই অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করার কাজটি। এছাড়া ভাগ করে দেখানোতে শিক্ষার্থীর আচরণের প্রকাশ হয়েছে যা আমরা পরিমাপ করতে পারি। এরকমভাবে, ২ নং উদ্দেশ্য 'মুক্তিযুদ্ধের কারণ' কথাটি সুনির্দিষ্ট এবং বর্ণনা করতে পারা শিক্ষার্থীর আচরণের প্রকাশ। এরকমভাবে ৩ ও ৪ নং উদ্দেশ্যেরও ব্যাখ্যা দেয়া যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে,

যে শিখনফলে শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট আচরণের প্রকাশ ঘটে এবং এই প্রকাশকে পরিমাপ করা যায় তার বর্ণনাকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলে।

আচরণিক উদ্দেশ্য লেখার জন্য সক্রিয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হয়। এরকম সক্রিয় ক্রিয়াপদ হল,

সংজ্ঞা দেয়া, বর্ণনা করা, পার্থক্য নিরূপণ করা, সনাক্ত করা, তালিকা তৈরি করা, নাম উল্লেখ করা, তুলনা করা, প্রয়োগ করা, নির্ণয় করা, প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

আমরা আগেই বলেছি যে, সাধারণ উদ্দেশ্য সরাসরি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাহলে সাধারণ উদ্দেশ্য কিভাবে অর্জন করা যায়?

আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, কারণ আচরণিক উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্যের বিভিন্ন অংশের সুনির্দিষ্ট প্রকাশ। মনে করুন, সাধারণ উদ্দেশ্য যদি হয়, কোন দালানের দোতলায় উঠা, তাহলে একতলা থেকে দোতলায় ওঠার প্রতিটি সিঁড়িকে বলা যেতে পারে এক একটি আচরণিক উদ্দেশ্য। সবকটি সিঁড়ি সফলতার সাথে অর্জন করতে পারলেই সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

এবার হয়ত আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে যদি সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাহলে সাধারণ উদ্দেশ্য কেন থাকবে?

এ প্রশ্নের জবাব হল,

- সাধারণ উদ্দেশ্য শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্যকে সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে।
- সাধারণ উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট আচরণিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের দর্শনভিত্তিক গাইড লাইন দিয়ে থাকে।
- সাধারণ উদ্দেশ্যের এমন কিছু আবেগিক (affective) দিক থাকে যা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত হলেও পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন একটি শিক্ষণীয় বিষয় অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীর আচরণে যে পরিবর্তন আশা করা যায় তার বর্ণনাকে কি বলে?
   ক. শিক্ষাক্রম
   খ. শিখন উদ্দেশ্য
   গ. শিখন অভিজ্ঞতা
   ঘ. শিক্ষণ

২. শিখন উদ্দেশ্যের ব্যাপ্তি যখন বিস্তৃত ও ব্যাপক তখন এ ধরনের উদ্দেশ্যকে কি বলা হয়?
   ক. সাধারণ উদ্দেশ্য
   খ. বিশেষ উদ্দেশ্য
   গ. আচরণিক উদ্দেশ্য
   ঘ. শিক্ষণ উদ্দেশ্য

৩. শিখনফলের আচরণগত প্রকাশের বর্ণনাকে কি বলে?
   ক. সাধারণ উদ্দেশ্য
   খ. শিক্ষার লক্ষ্য
   গ. আচরণিক উদ্দেশ্য
   ঘ. আচরণ বিধি

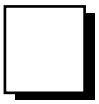

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। গ।

পাঠ ২

আচরণিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- আচরণিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- আচরণিক উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন ভাগ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- আচরণিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

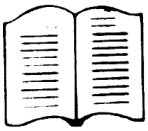

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা শিখনের সাধারণ উদ্দেশ্য ও আচরণিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিখন হল মানুষের আচরণগত পরিবর্তন। অর্থাৎ, শিখনের ফলে মানুষের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। মানুষের এই আচরণের পরিবর্তন কিভাবে বোঝা যায়?

বোঝা যায়, তার

- জ্ঞানের পরিবর্তন থেকে,
- দক্ষতার পরিবর্তন থেকে এবং
- দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন থেকে।

এর অর্থ হল,

শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে, তার দক্ষতার পরিবর্তন ঘটে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং তার মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সুতরাং কোন শিক্ষর্থীর শিখন ঘটে তিনটি ক্ষেত্রে, তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে। কোন শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করে মস্তিষ্ক, দক্ষতার পরিবর্তনে তার মন ও পেশী প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে জড়িত হৃদয় বা আবেগ।

সুতরাং আচরণিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় –

- জ্ঞানগত বা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)
- মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)
- আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain)

কোন শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন যেহেতু তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্ঞানগত, মনোপেশীজ ও আবেগিক ক্ষেত্রে ঘটে, তাই আচরণিক উদ্দেশ্যকেও এই তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং আচরণিক উদ্দেশ্যও তিন প্রকার –

- জ্ঞানগত ক্ষেত্রের আচরণিক উদ্দেশ্য বা জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য
- মনোপেশীজ ক্ষেত্রের (দক্ষতা সংক্রান্ত) আচরণিক উদ্দেশ্য বা মনোপেশীজ উদ্দেশ্য
- আবেগিক ক্ষেত্রের (দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত) আচরণিক উদ্দেশ্য বা আবেগিক উদ্দেশ্য

জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের জন্য সম্পাদিত কাজটি চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এটি প্রধানত মস্তিষ্কের কাজ। এরকম কয়েকটি শিক্ষণ উদ্দেশ্য হতে পারে:

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

- পরিবেশের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- পরিবেশ কত প্রকার তা উল্লেখ করতে পারবে।

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের জন্য সম্পাদিত কাজটি হতে হবে মন ও পেশীর কাজ বা হাতে কলমে কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায় বলা যায় যে, এ কাজ হবে কায়িক শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এরকম উদ্দেশ্য হতে পারে:

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে বড় বড় নদীর অবস্থান দেখাতে পারবে।
- বায়ু ছাড়া প্রাণী বাঁচেনা তা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে পারবে।

আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের জন্য সম্পাদিত কাজটি হবে আবেগ বা অনুভূতির সাথে জড়িত। আবেগিক ক্ষেত্রের কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে –

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করবে।
- পরিবারের প্রচলিত রীতি নীতি কে শ্রদ্ধা করবে।

এই পাঠে আমরা যা শিখলাম –

১. শিখন উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।
   ক. জ্ঞানগত ক্ষেত্র
   খ. মনোপেশীজ ক্ষেত্র
   গ. আবেগিক ক্ষেত্র

২. জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য চিন্তনের সাথে, মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য কায়িক শ্রমের সাথে এবং আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অনুভবের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
   ক. কায়িক শ্রম
   খ. চিন্তন
   গ. অনুভূতি
   ঘ. দৃষ্টিভঙ্গি

২. মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলি কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
   ক. জ্ঞান
   খ. দক্ষতা
   গ. দৃষ্টিভঙ্গি
   ঘ. উদারতা

৩. কোনটি আবেগিক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না?
   ক. সাইকেল চালানো
   খ. গুণীকে সম্মান করা
   গ. মন্দকে অপছন্দ করা
   ঘ. দেশপ্রেম প্রদর্শন করা

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। খ, ৩। ক।

পাঠ ৩

জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে জ্ঞানমূলক আচরণিক উদ্দেশ্য লিখতে পারবে।

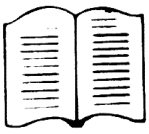

পূর্বের পাঠে আমরা বলেছি যে, কোন পাঠের শেষে শিক্ষার্থীর আচরণের জ্ঞানগত ক্ষেত্রের কতটুকু বা কি পরিবর্তন ঘটবে তার বর্ণনাকে বলা হয় জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য। জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের জন্য সম্পাদিত কাজটি অবশ্যই চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য হল সে উদ্দেশ্য যা শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক পরিবর্তনের ব্যাপক বা বিস্তৃত বর্ণনা। এই পরিবর্তনের সবটুকু পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য নাও হতে পারে।

মনে করুন, আপনি পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ সম্পর্কে পড়াচ্ছেন। এখানে একটি জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য হতে পারে –

- এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

এই সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে আমরা 'পরিবেশ' সম্পর্কিত পাঠের কয়েকটি আচরণিক উদ্দেশ্য লিখতে পারি। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্দেশ্য অর্জনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে যে পরিবর্তন আসবে তা যেন পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হয়।

আমাদের উল্লেখিত জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য কয়েকটি আচরণিক উদ্দেশ্য হতে পারে।

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা –

- পরিবেশের সংজ্ঞা লিখতে পারবে।
- পরিবেশের উপাদানগুলির তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশ দূষণ কি তা বর্ণনা করতে পারবে।
- দূষিত ও দূষণমুক্ত পরিবেশের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

উপরের সবগুলো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে কাজ করতে হবে তা মস্তিষ্কের কাজ বা চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে শুধু জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত নয়। জ্ঞানের উপলব্ধি, জ্ঞানের প্রয়োগ, জ্ঞান বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোনটি জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য? শিক্ষার্থীরা –
   ক. পরিবার কি তা বর্ণনা করতে পারবে
   খ. পরিবার সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে
   গ. পরিবারের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে
   ঘ. পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবে

২. জ্ঞানমূলক আচরণিক উদ্দেশ্য কোনটি? শিক্ষার্থীরা –
   ক. মানচিত্র আঁকতে পারবে
   খ. পরিবারের বড়দের সম্মান করবে
   গ. পৃথিবীর মডেল তৈরি করতে পারবে
   ঘ. বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করতে পারবে

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ।

পাঠ ৪ আবেগিক উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- আবেগিক উদ্দেশ্য কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট তা বলতে পারবেন এবং
- আবেগিক উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।

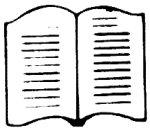

আমরা জানি যে, শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তার মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, কোন কিছুর প্রতি টান বা মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে। আবেগিক উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ বা টান, শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধনের সাথে আবেগিক উদ্দেশ্য জড়িত। আচরণের এই ধরনের পরিবর্তন শিক্ষার্থী প্রদর্শন করতে পারে কোন ভাল গুণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে, কোন খারাপ জিনিসকে অপছন্দ করে, অপরের মতামতের মূল্য দিয়ে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, কোন সমাজ বা পরিবারের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়ে। মানুষের এ ধরনের আচরণের পরিবর্তন ঘটানো বেশ কঠিন এবং এর পরিমাপও কঠিন কাজ।

আবেগেকি ক্ষেত্রের ব্যাপারটি হৃদয়ের সাথে বা অনুভবের সাথে জড়িত।

আবেগিক ক্ষেত্রের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য হতে পারে।

ইতিহাস পাঠের পর শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক কর্মকান্ডের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে।

এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণিক উদ্দেশ্য হতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক নাটক পাঠ করবে।
- ইতিহাস বিখ্যাত লোকদের জীবণী পাঠ করবে।
- সম্রাট আকবরের নবরত্ন সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ নেবে।
- ঐতিহাসিক ছবি সংগ্রহ করবে।
- ঐতিহাসিক বস্তুর যেমন পিরামিডের মডেল আগ্রহ সহকারে তৈরি করবে।
- ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর টিভি অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করবে।
- ঐতিহাসিক কোন ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করবে।

আবেগিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপবিভাগ হতে পারে, যেমন- কোন একটি বিষয় সম্পর্কে মন দিয়ে শোনা বা আগ্রহ সহকারে শোনা (receiving) এবং সক্রিয়ভাবে সাড়া প্রদান বা মতামত দান (responding) এরপর আসে মূল্য বিচার (valuing)।

এই পাঠে আমরা কি শিখলাম –

- **আবেগিক উদ্দেশ্য আগ্রহ, উৎসাহ, মূল্যবিচার, অনুরাগ বা অনুভবের সাথে সংশ্লিষ্ট।**
- **আবেগিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কাজটি অনুভব (felling) বা হৃদয়ের সাথে জড়িত।**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে – এটি কোন ধরনের উদ্দেশ্য?
   ক. জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য
   খ. মনোপেশীজ সাধারণ উদ্দেশ্য
   গ. জ্ঞানমূলক আচরণিক উদ্দেশ্য
   ঘ. আবেগিক সাধারণ উদ্দেশ্য

২. আবেগিক উদ্দেশ্য কোনটির সাথে জড়িত?
   ক. হৃদয়
   খ. হাত
   গ. মস্তিষ্ক
   ঘ. মুখমন্ডল

৩. কোনটি আবেগিক আচরণিক উদ্দেশ্য?
   ক. শিক্ষার্থীদের মহৎ ব্যক্তিদের দুর্বলতা অপছন্দ করবে
   খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে
   গ. শিক্ষার্থীরা ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন তৈরি করতে পারবে
   ঘ. শিক্ষার্থীরা হাইড্রোজেন প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করতে পারবে

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। ক।

পাঠ ৫ মনোপেশীজ উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ মনোপেশীজ উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ সাধারণ মনোপেশীজ উদ্দেশ্য সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- ◆ মনোপেশীজ আচরণিক উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।

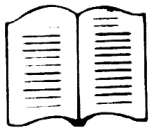

এর আগে আমরা শিখনের মনোপেশীজ ক্ষেত্রের কথা আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন কায়িক শ্রম, অঙ্গপ্রতঙ্গ চালনা বা হাতে কলমে কাজের সাথে জড়িত তা মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণা থেকে আমরা মনোপেশীজ উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারি।

কোন শিখন-শিক্ষণ কার্যাবলীর শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণের মনোপেশীজ ক্ষেত্রের সে পরিবর্তন ঘটবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি তার বর্ণনাই হল মনোপেশীজ উদ্দেশ্য। যখন আমরা শিক্ষার্থীর আচরণের ব্যাপক পরিবর্তনকে বর্ণনা করি তখন এটি হয় সাধারণ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্যের সবটুকু অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য নাও হতে পারে। শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের মনোপেশীজ ক্ষেত্রের আচরণের পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য ও অর্জনযোগ্য বর্ণনাকে বলা হয় আচরণিক মনোপেশীজ উদ্দেশ্য।

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের সাধারণ উদ্দেশ্য মনোপেশীজ সাধারণ উদ্দেশ্য হতে পারে –

- সাধারণ উদ্দেশ্য: এই অধ্যায় পাঠ ও অভ্যাসের শেষে শিক্ষার্থীদের মানচিত্র পাঠ ও অঙ্কনের দক্ষতা জন্মাবে।

এই সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য মনোপেশীজ আচরণিক উদ্দেশ্য হতে পারে –

- দেখে দেখে বাংলাদেশের মনচিত্র আঁকতে পারবে।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে বড় বড় নদীর অবস্থান দেখাতে পারবে।
- পৃথিবীর মানচিত্র বাংলাদেশের অবস্থান সনাক্ত করতে পারবে।
- মানচিত্র বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলো দেখাতে পারবে।
- মানচিত্রের স্কেল থেকে একস্থান থেকে অন্যস্থানের আনুমানিক দূরত্ব বের করতে পারবে।

গণিত বিষয়ে এরকম আচরণিক মনোপেশীজ উদ্দেশ্য হতে পারে – শিক্ষার্থীরা

- জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনের পূর্বে জ্যামিতি বাক্সের যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না তা দেখে নিতে পারবে।
- কম্পাস কাঁটার কোন ত্রুটি থাকলে তা সেরে নিতে পারবে।
- চাঁদা ও কম্পাস ব্যবহার করে বিভিন্ন কোণ আঁকতে পারবে।
- কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে মাপতে পারবে।
- কোন উপাত্ত দেয়া থাকলে তা থেকে লেখচিত্র আঁকতে পারবে।

এরকম সকল বিষয়েই মনোপেশীজ আচরণিক উদ্দেশ্য লেখা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. এই অধ্যায় পাঠ ও অভ্যাসের শেষে শিক্ষার্থীরা গণিত বিষয় পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করবে – এটি কোন ধরনের সাধারণ উদ্দেশ্য?
   ক. জ্ঞানমূলক
   খ. মনোপেশীজ
   গ. জ্ঞানমূলক ও আবেগিক
   ঘ. আবেগিক

২. এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা ফুলের বিভিন্ন অংশ এঁকে দেখাতে পারবে – এটি কোন ধরনের আচরণিক উদ্দেশ্য?
   ক. জ্ঞানমূলক
   খ. মনোপেশীজ
   গ. আবেগিক ও মনোপেশীজ
   ঘ. আবেগিক

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। খ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিচের কোন ক্রিয়াপদটি সাধারণ উদ্দেশ্য লিখতে ব্যবহৃত হতে পারে?
   ক. বর্ণনা করা
   খ. ব্যাখ্যা করা
   গ. সনাক্ত করা
   ঘ. জ্ঞানার্জন করা

২. কোন ধরনের উদ্দেশ্য শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্যকে সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে?
   ক. সাধারণ উদ্দেশ্য
   খ. বিশেষ উদ্দেশ্য
   গ. আচরণিক উদ্দেশ্য
   ঘ. শিক্ষণ উদ্দেশ্য

৩. কোন ক্রিয়াপদটি দিয়ে আচরণিক উদ্দেশ্য লেখা যায়?
   ক. জ্ঞানার্জন করা
   খ. অনুধাবন করা
   গ. জানতে পারা
   ঘ. প্রয়োগ করা

৪. শিখনফলের পরিমাপযোগ্য প্রকাশের বর্ণনাকে কি বলে?
   ক. সাধারণ উদ্দেশ্য
   খ. শিক্ষার লক্ষ্য
   গ. আচরণিক উদ্দেশ্য
   ঘ. আচরণ বিধি

৫. কোনটি মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য? শিক্ষার্থীরা –
   ক. বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে বড় বড় নদীর অবস্থান দেখাতে পারবে
   খ. বায়ু ছাড়া প্রাণী বাঁচেনা তার পরীক্ষাটি বর্ণনা করতে পারবে
   গ. পরিবেশ দূষণের সংজ্ঞা লিখতে পারবে
   ঘ. সমাজের উত্তম মূল্যবোধকে সম্মান দেখাবে

৬. জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
   ক. দৃষ্টিভঙ্গি
   খ. কায়িকশ্রম
   গ. অনুভূতি
   ঘ. চিন্তন

৭. কোনটি আবেগিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
   ক. গুণীজনকে সম্মান করা
   খ. সাইকেল চালানো
   গ. কোন ঘটনা বর্ণনা করা
   ঘ. জ্ঞান প্রয়োগ করা

৮. এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা পরিবার সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে- এটি কোন ধরনের উদ্দেশ্য?
   ক. মনোপেশীজ আচরণিক উদ্দেশ্য
   খ. জ্ঞানমূলক আচরণিক উদ্দেশ্য
   গ. আবেগিক সাধারণ উদ্দেশ্য
   ঘ. জ্ঞানমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য

৯. এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা গুণীর কদর করতে পারবে - এটি কোন ধরনের উদ্দেশ্য?
   ক. মনোপেশীজ
   খ. জ্ঞানগত
   গ. আবেগিক
   ঘ. প্রায়োগিক

১০. কোনটি মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য?
   ক. কম্পাস কাঁটার ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে
   খ. কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে মাপতে পারবে
   গ. মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে
   ঘ. কোন বস্তুর দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা দিতে পারবে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আচরণিক উদ্দেশ্যকে কতটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়? এদের নাম লিখুন।

২. আচরণিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। ঘ, ৪। গ, ৫। ক, ৬। ঘ, ৭। ক, ৮। ঘ, ৯। গ, ১০। খ।

আ) ১। তিনটি, জ্ঞানগত, আবেগিক ও মনোপেশীজ।

২। জ্ঞানগত ক্ষেত্র → চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত
আবেগিক ক্ষেত্র → অনুভবের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
মনোপেশীজ ক্ষেত্র → কায়িকশ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত।